রাবুরী কৃষ্ণের মৃত্যু

বনাম

তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্যান্য (ফৌজদারি আপিল নং। 274 - 275 2021)

05 মার্চ, 2021

[ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং এম. আর. শাহ, জেজে।]

ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973 - s.482-গ্রেপ্তার থেকে সুরক্ষার ফাঁকা আদেশ-এর স্থায়িত্ব-হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছে 2014 সালের ওএস নং 274-এর সমস্ত কার্যধারা এবং জেলা কালেক্টরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, উক্ত মামলায় রায় এবং তারিখের ডিক্রি বানোয়াট করার অভিযোগের বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য-জেলা কালেক্টর একটি তদন্ত পরিচালনা করেন এবং হাইকোর্টে একটি প্রতিবেদন জমা দেন, যাতে বলা হয় যে ডিক্রি এবং ডি রায়টি বানোয়াট ছিল এবং 2014 সালের ওএস নং 274-এ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এই জাতীয় কোনও ডিক্রি পাস করা হয়নি। 420 , 468 এবং 471 আর/ডব্লিউ। 34 আইপিসি-দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল Cr.P.C-এর s.41A অনুসরণ করা হয়েছিল। এফআইআর বাতিল করার জন্য হাইকোর্টের কার্যধারা দ্বারা-হাইকোর্ট দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাদের ইউ/এস দ্বারা দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দেয়। 482 Cr.P.C-যদিও হাইকোর্ট দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে স্বস্তি দেয়নি, এটি একটি চূড়ান্ত নির্দেশনা জারি করে, তৃতীয় উত্তরদাতার গ্রেপ্তারকে সীমাবদ্ধ করে-দ্বিতীয়টি বিবাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছিল-হাইকোর্ট তৃতীয় বিবাদীকে গ্রেপ্তার করা থেকে পুলিশকে বাধা দেওয়ার একটি সম্পূর্ণ নির্দেশ পাস করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা, একই সাথে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে ইউ/এস বাতিল করার আবেদনের কোনও যোগ্যতা নেই। 482 – অনুষ্ঠিত হয়ঃ হাইকোর্ট তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল। ইউ/এস। 482 এবং, অতএব, কার্যধারা বাতিল করার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে-একইভাবে, এর কোনও ভিত্তি বা যৌক্তিকতা ছিল ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তৃতীয় উত্তরদাতাকে গ্রেপ্তার করা উচিত নয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই তদন্ত শেষ করতে হবে এবং একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে s.173 Cr.P.C. তৃতীয় উত্তরদাতা এইচ-কে গ্রেপ্তার না করে হাইকোর্টের এই ধরনের নির্দেশে বাধা দেওয়ার প্রভাব রয়েছে

এবং অন্যান্য

তদন্ত চলাকালীন এবং আইনের কোনও ভিত্তি বা যৌক্তিকতা নেই একজন তৃতীয় উত্তরদাতার পদে থাকা ব্যক্তির ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে অগ্রিম জামিন চেয়ে তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিকার রয়েছে। 438 Cr.P.C. অথবা নিয়মিত জামিনের জন্য আবেদন করা। 439 - হাইকোর্টের জারি করা প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ নির্দেশনা তদন্তকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দেবে এবং ফৌজদারি বিচারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করবে-হাইকোর্টের উক্ত নির্দেশনা আইনে টেকসই নয়-হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ, যতদূর সম্ভব তদন্তকারী আধিকারিককে তৃতীয় আসামীকে গ্রেপ্তার করা থেকে বিরত রাখে। আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত বলেছেঃ I. হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে, (1) অভিযোগের সত্যতা এমন একটি বিষয় যা তদন্ত চলাকালীন তদন্তকারী আধিকারিককে নিশ্চিত করতে হবে এবং (2) অভিযোগের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও ছাড় পাওয়া যায়নি।

ইঙ্গিত দেয় যে এফআইআর নিবন্ধনের আগে কালেক্টর কর্তৃক হাইকোর্টে জমা দেওয়া একটি প্রতিবেদন ছিল যা বিচার বিভাগীয় রেকর্ড তৈরির বিষয়ে অভিযোগের তদন্ত বাধ্যতামূলক করেছিল। কালেক্টরের দায়ের করা প্রতিবেদন অনুযায়ী, হাইকোর্ট মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে আইন অনুযায়ী প্রশাসনিক দিক থেকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। আ. বিচার বিভাগীয় নথি জালিয়াতির বিষয়ে একটি গুরুতর অভিযোগের সঙ্গে জড়িত এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ 8] [1991-ই-জি; 992-এ] 2. হাইকোর্ট তার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল

ধারা 482 এর অধীনে এখতিয়ার এবং, অতএব, প্রত্যাখ্যান কার্যধারা বাতিল করার জন্য আবেদন। একইভাবে, তৃতীয় উত্তরদাতাকে গ্রেপ্তার করা উচিত নয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ করতে হবে এমন নির্দেশ দেওয়ার কোনও ভিত্তি বা যৌক্তিকতা ছিল না।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

তৃতীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার না করে ফৌজদারি কার্যবিধির 173 ধারার অধীনে তদন্ত এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা। উত্তরদাতা। হাইকোর্টের এই ধরনের নির্দেশ তদন্তের গতিপথকে বাধাগ্রস্ত করার প্রভাব ফেলে এবং আইনে এর কোনও ভিত্তি বা যৌক্তিকতা নেই। 482 ধারার অধীনে আবেদনটি এফআইআর বাতিল করার জন্য ছিল। হাইকোর্ট এই পিটিশনে কোনও সারবত্তা খুঁজে পায়নি। দ্য বিষয়টি সেখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। গ্রেপ্তারের নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী কার্যধারার সহায়ক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, হাইকোর্ট এফআইআর বাতিল করতে অস্বীকার করলে কার্যধারা শেষ হয়ে যায়। তৃতীয় উত্তরদাতার পদে থাকা একজন ব্যক্তির প্রতিকার রয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973-এর 438 ধারার অধীনে আগাম জামিন চেয়ে বা 439 ধারার অধীনে নিয়মিত জামিনের জন্য আবেদন করে তার সি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে উপলব্ধ। হাইকোর্টের জারি করা প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ নির্দেশনা তদন্তকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেবে এবং ফৌজদারি বিচারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করবে। এই ধরনের আদেশ দেওয়া উচিত ছিল না। হাইকোর্টের দ্বারা। যৌগিক বিষয় হল যে, এই ধরনের নির্দেশ জারি করার জন্য হাইকোর্টের আদেশে যৌক্তিকতার কোনও শব্দ নেই। বিচার বিভাগীয় রেকর্ড বিকৃতির সঙ্গে জড়িত অভিযোগের গুরুতর প্রকৃতি সম্পর্কে হাইকোর্ট অবহেলা করেছে। এই আদালত দ্বারা অনুসরণ করা কোর্সকে অস্বীকার করেহাইকোর্ট। এর কোনও আইনি ভিত্তি নেই। [অনুচ্ছেদ 10] [993-বি-এফ] তেলেঙ্গানা রাজ্য বনাম হাবিব আবদুল্লাহ জিলানি এব ওরস। (2017) 2 এস. সি. সি 779 [2017] 1 এস. সি. আর 141-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2017] 1 এসসিআর 14 । নির্ভরশীল অনুচ্ছেদ 9

ফৌজদারি আপিলের বিচারঃ 2021 সালের ফৌজদারি আপিল Nos.274-275

ফৌজদারি পিটিশন Crl.P.No-এ তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের জন্য হায়দ্রাবাদের হাইকোর্টের জি-এর 25.04.2016 এবং 27.07.2016 তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে। 2016 সালের 6165 এবং 2016 সালের সি. আর. এল. এম. পি নং 10845 ফৌজদারি পিটিশন সি. আর. এল-এ। পি. নং। 2016 সালের 6165।

রাবুরী কৃষ্ণ মৃত্যু বনাম। তেলেঙ্গানা রাজ্য এবং অন্যান্য

জি. ভি. আর. চৌধুরী, কে. শিবরাজ চৌধুরী, আইনজীবীরা। আবেদনকারীর জন্য। এ. মিসেস বিনা মাধওয়ান, এস. উদয় কুমার সাগর, মিসেস সুইনা নায়ার, অনুকুল রাজ, কুমার দুষ্যন্ত সিং, আইনজীবীরা। উত্তরদাতাদের জন্য। আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, জে।

1. লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. 25শে এপ্রিল 2016 তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের একক বিচারক 1973 সালের ফৌজদারি কার্যবিধির 482 ধারার অধীনে একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করার জন্য একটি আবেদন খারিজ করে দেন। গ যাইহোক, এই সিদ্ধান্তে আসার পরে যে বাতিল করার জন্য কোনও মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, একক বিচারক দ্বিতীয় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার থেকে সুরক্ষার একটি সম্পূর্ণ আদেশ প্রদান করেন। দ্বিতীয় অভিযুক্তকে তৃতীয় উত্তরদাতা হিসাবে এই কার্যধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

3. 2016 সালের 29শে মার্চ হায়দ্রাবাদের চারমিনার পুলিশ স্টেশনের পুলিশ পরিদর্শক আবেদনকারী ডি-এর কাছ থেকে একটি অভিযোগ পেয়েছিলেন যে তিনি তেলেঙ্গানার খাম্মাম জেলার পালোনচা মন্ডলের রঙ্গাপুরম গ্রামের জগন্নাধাপুরম পঞ্চায়েতে অবস্থিত জমির মালিক। অভিযোগ করা হয়েছিল যে দ্বিতীয় উত্তরদাতা (প্রথম অভিযুক্ত) তৃতীয় উত্তরদাতাকে (দ্বিতীয় অভিযুক্ত) তার আইনজীবী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং আইনজীবী ও মক্কেল সম্পত্তির ক্ষেত্রে একটি বিক্রয় দলিল বানানোর জন্য মিলিত হয়েছিলেন। উপরন্তু, এটি অভিযোগ করা হয়েছিল যে দ্বিতীয় উত্তরদাতা 2014 সালের ওএস নং 274 নামে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, মোবাইল কোর্ট, ভদ্রাচলম, খাম্মামের সামনে, 2005 সালের 30 নভেম্বর তারিখের একটি মনগড়া বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে আপিলকারীর বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়েছিলেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, এফ 2014-এর ওএস নং 274-এর রেকর্ডগুলি 11ই নভেম্বর 2014 তারিখে দ্বিতীয় উত্তরদাতার পক্ষে একটি একতরফা রায় এবং ডিক্রি তৈরি করে বিকৃত করা হয়েছিল। উপরন্তু, অভিযোগ করা হয়েছিল যে দ্বিতীয় উত্তরদাতা হাইকোর্টে একটি দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার আবেদন (2014 সালের সি. আর. পি নং 4711) দায়ের করেছিলেন এই অভিযোগ সহ যে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এই বিরোধের বিষয়ে রায় দিচ্ছেন না। দ আবেদনকারী 2014 সালের সিভিল রিভিশন পিটিশন নং 4711-এ 2014 সালেরসিভিল বিবিধ সংশোধন পিটিশন নং 6433 দায়ের করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, সিভিল রিভিশনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত 2014 সালের ওএস নং 274-এ 2014 সালের আইএ নং 149-এ আরও কার্যধারা স্থগিত করার আবেদন করেছেন। অভিযোগ করা হয়েছিল যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতারা ওএস নম্বর 274/2014 সম্পর্কিত রেকর্ডগুলিতে কারচুপি করেছিলেন এবং এই প্রক্রিয়ায় -এডকেট শীটেও কারচুপি করেছিলেন

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

2014 সালের ।। নভেম্বর তারিখে একটি একতরফা ডিক্রি তৈরি করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

4. হাইকোর্ট 2014 সালের 12ই ডিসেম্বর তার আদেশে 2014 সালের ওএস নং 274-এর সমস্ত কার্যধারা স্থগিত করে এবং খাম্মাম জেলা কালেক্টরকে 2014 সালের ওএস নং 274-এর রায় ও ডিক্রি ।।ই নভেম্বর 2014-এর জালিয়াতির সাথে জড়িত অভিযোগ বি-এর বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। জেলা কালেক্টর একটি তদন্ত পরিচালনা করেন এবং হাইকোর্টের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেন, যাতে বলা হয় যে ডিক্রি এবং রায়টি বানোয়াট ছিল এবং 2014 সালের ।। নভেম্বর ওএস নং 274-এ ভদ্রাচলমের সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, মোবাইল কোর্ট, এই ধরনের কোনও ডিক্রি পাস করেননি। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করেছে যে দ্বিতীয় উত্তরদাতার দায়ের করা সিভিল রিভিশন (সিআরপি নং 4711/2014) প্রশাসনিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেয়।

5. 2016 সালের 29শে মার্চ, ডি চারমিনার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 34 ধারার সঙ্গে 420,468 এবং 471 ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয় এবং তদন্ত শুরু হয়। তদন্ত চলাকালীন, তদন্তকারী কর্মকর্তা রেকর্ড করেছে বিভিন্ন ব্যক্তির বিবৃতি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাদের 1973 সালের ফৌজদারি কার্যবিধির 41এ ধারার অধীনে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে 2016 সালের 6165 নং ফৌজদারি পিটিশন আকারে এফআইআর বাতিল করার জন্য হাইকোর্ট ই-এর সামনে কার্যধারা চালু করা হয়। হাইকোর্ট 2016 সালের 25শে এপ্রিল তার রায় দ্বারা ধারা 482-এর অধীনে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাদের দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দেয়। যদিও হাইকোর্ট দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে স্বস্তি দেয়নি, এটি তৃতীয় উত্তরদাতার গ্রেপ্তারকে সীমাবদ্ধ করে একটি চূড়ান্ত নির্দেশনা জারি করে। দ্বিতীয় উত্তরদাতার ক্ষেত্রে, রাজ্য কর্তৃক দাখিল করা পাল্টা হলফনামা থেকে জানা গেছে যে তাকে 2017 সালের 23শে মার্চ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং নামপল্লির চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছিল। পাল্টা হলফনামায় বলা হয়েছে যে তদন্ত চলাকালীন, এটি প্রকাশিত হয়েছে যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতারা একটি সহায়তা নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কেরানি (তৃতীয় অভিযুক্ত)। 3 আগস্ট 2018 তারিখে, তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে একটি চার্জশিট জি জমা দেওয়া হয়েছে। মামলাটি, যথা, সিসি নং 465/2018 হায়দ্রাবাদের নামপল্লির চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের ফাইলে বিচারাধীন রয়েছে।

6. এই কার্যধারাগুলিতে যে প্রধান সমস্যাটি উত্থাপিত হয় তা হল হাইকোর্ট তৃতীয় উত্তরদাতাকে গ্রেপ্তার করা থেকে পুলিশকে বিরত রেখে প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ নির্দেশ পাস করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা।

এবং অন্যান্যরা [ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, জে।]

একই সময়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে 482 ধারার অধীনে বাতিল করার জন্য পিটিশনে কোনও যোগ্যতা এ ছিল না। হাইকোর্ট মন্তব্য করেছেঃ " রেকর্ডে উপলব্ধ সমস্ত উপাদান পর্যালোচনার পরে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে কিছু অভিযোগ রয়েছে এবং তদন্ত চলাকালীন বি তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা উক্ত অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথায় নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং এই আদালত উক্ত অপরাধের কার্যধারা বাতিল করতে আগ্রহী নয়। এই পর্যায়ে, আবেদনকারীদের আইনজীবী বলেন যে উপরোক্ত অপরাধের বিচারাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীরা সি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এবং হয়রানির আশঙ্কা করছেন। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে, এই আদালত প্রথম আবেদনকারী-এ.।-কে কোনও ছাড় দিতে আগ্রহী নয়। দ্বিতীয় আবেদনকারী-এ. 2-এর ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পুলিশকে এই অপরাধের তদন্ত সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আবেদনকারীকে গ্রেপ্তার করা-ক. 2 এবং আইন অনুযায়ী একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা, যদি থাকে। দ্বিতীয় আবেদনকারী-এ. 2-কে নির্দেশ দেওয়া হয় যখন প্রয়োজন হয় তখন তদন্তকারী সংস্থার সামনে উপস্থিত হতে এবং তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

7. আমরা আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী জি ভি আর চৌধুরী, রাজ্যের আইনজীবী শ্রীমতী বিনা মাধবন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় উত্তরদাতাদের আইনজীবী শ্রী ই অনুকুল রাজের কথা শুনেছি।

8. হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে (i) এর সত্যতা অভিযোগ এমন একটি বিষয় ছিল যা তদন্ত চলাকালীন তদন্তকারী আধিকারিককে নিশ্চিত করতে হয়েছিল; এবং (ii) অভিযোগের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, দ্বিতীয় এফ উত্তরদাতাকে (প্রথম অভিযুক্ত) কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি। যাইহোক, হাইকোর্ট তৃতীয় আসামীর (দ্বিতীয় অভিযুক্ত) গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে একটি সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে নির্দেশ দেয় যে পুলিশ তদন্ত শেষ করবে এবং আইন অনুসারে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে। আমরা ইতিবাচকভাবে মনে করি যে হাইকোর্টের নির্দেশ হল আইনে স্থিতিশীল নয়। রায়ের পূর্ববর্তী অংশে বর্ণিত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, এফআইআর নিবন্ধনের আগে খাম্মামের কালেক্টর হাইকোর্টে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন, যা বিচার বিভাগীয় রেকর্ড বানানোর বিষয়ে অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। কালেক্টরের দায়ের করা প্রতিবেদন অনুসারে, হাইকোর্ট মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকেএগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

আইন অনুযায়ী একটি প্রশাসনিক দিক। বিচার বিভাগীয় নথি জালিয়াতির বিষয়ে একটি গুরুতর অভিযোগের সঙ্গে জড়িত একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।

9. তেলেঙ্গানা রাজ্যে বনাম হাবিব আবদুল্লাহ জিলানি এব ওরস। ', এই আদালতের সামনে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয় যেখানে হাইকোর্ট একটি তদন্ত বাতিল করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির কোড বি-এর 482 ধারার অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করে, তদন্ত সংস্থাকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে বাধা দেয় তদন্ত। এই আদালত বলেছিল যে এই ধরনের নির্দেশ সেই ধারার অধীনে নির্ধারিত কোনও শর্ত পূরণ না করে ফৌজদারি কার্যবিধির 438 ধারার অধীনে একটি অনুশীলনের সমান। এই আদালত বলেছেঃ

" 16. তাত্ক্ষণিক মামলায়, হাইকোর্ট এফআইআরে করা অভিযোগের কথা উল্লেখ করেনি বা এফআইআরে কী বেরিয়ে এসেছে তা উল্লেখ করেনি তদন্ত। এটি সঠিকভাবে উল্লেখ করেছে যে তদন্ত চলছে এবং মামলার তদন্ত স্থগিত রাখা উপযুক্ত নয়। এটি ফৌজদারি কার্যবিধির 482 ধারার অধীনে আবেদনটি নিষ্পত্তি করেছে এবং এটি করার সময় এটি নির্দেশ দিয়েছে যে তদন্তকারী সংস্থা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করবে না। এই নির্দেশটি ফৌজদারি কার্যবিধির 438 ধারার অধীনে একটি আদেশের "সমতুল্য", যদিও উক্ত বিধানের শর্তগুলি সন্তুষ্ট না করে। এটি আইনত অগ্রহণযোগ্য।

23. এখানে যা বলা দরকার তা হল যে রাজ্যগুলিতে ফৌজদারি কার্যবিধির 438 ধারা মুছে ফেলা হয়নি। এবং সংবিধির বইয়ে রেখে, হাইকোর্টকে ভালভাবে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে এর 226 অনুচ্ছেদের অধীনে পিটিশনগুলি গ্রহণ করার সময় সংবিধান বা ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 482, বিচারিক সংযম প্রয়োগ করে। আমরা দ্রুত এটা স্পষ্ট করতে পারি যে, আদালত যদি উপযুক্ত বলে মনে করে, বাতিলকরণ এবং আইন দ্বারা আরোপিত আত্মনিয়ন্ত্রণের মাপকাঠিকে বিবেচনা করে, তদন্ত বাতিল করার এখতিয়ার রাখে এবং আইন অনুসারে উপযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে পারে, তবে এটি একেবারেই অচিন্তনীয় এবং অচিন্তনীয়। হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করার সময় বা অবস্থান রাখা উপযুক্ত নয় বলে মতামত প্রকাশ করার সময় বর্তমান প্রকৃতির একটি আদেশ পাস করা তদন্ত। এই ধরনের আদেশ সত্যিই অনুপযুক্ত এবং অযৌক্তিক। আইনে এর কোনও অনুমোদন নেই। আদালতগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করা উচিত এবং

এবং অন্যান্যরা [ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, জে.] অসাধু মামলাকারীদের কোনও এফআইআর বা তদন্ত বাতিল করার জন্য আবেদন দায়ের করতে এবং তারপরে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে ত্রাণ চাইতে আদালতের অন্তর্নিহিত এ এখতিয়ার আহ্বান করতে বাধা দেয়। এই ধরনের নীতিহীন ও অনৈতিক মামলাকারীদের দূরে রাখা আদালতের দায়িত্ব "।

10. হাইকোর্ট ধারা 482-এর অধীনে তার 'বি' এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং তাই, কার্যধারা বাতিল করার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে। একইভাবে, তৃতীয় উত্তরদাতাকে গ্রেপ্তার না করার নির্দেশ দেওয়ার কোনও ভিত্তি বা যৌক্তিকতা ছিল না এবং তদন্তকারী আধিকারিককে অবশ্যই তদন্ত শেষ করতে হবে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির 173 ধারার অধীনে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবেতৃতীয় উত্তরদাতাকে গ্রেপ্তার করে। হাইকোর্টের এই নির্দেশ তদন্তের গতিপথকে বাধাগ্রস্ত করার প্রভাব এবং আইনে এর কোনও ভিত্তি বা যৌক্তিকতা নেই। 482 ধারার অধীনে আবেদনটি এফআইআর বাতিল করার জন্য ছিল। হাইকোর্ট এই পিটিশনে কোনও সারবত্তা খুঁজে পায়নি। বিষয়টি এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। গ্রেপ্তারের নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী কার্যধারার সহায়ক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ডি হাইকোর্ট এফআইআর বাতিল করতে অস্বীকার করলে কার্যধারা শেষ হয়ে যায়। তৃতীয় উত্তরদাতার পদে থাকা কোনও ব্যক্তির ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973-এর 438 ধারার অধীনে আগাম জামিন চেয়ে বা 439 ধারার অধীনে নিয়মিত জামিনের আবেদন করে তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে প্রতিকার রয়েছে। হাইকোর্ট কর্তৃক জারি করা 'ই "প্রকৃতির একটি সম্পূর্ণ নির্দেশনা তদন্তকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেবে এবং ফৌজদারি বিচারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করবে। হাইকোর্টের এই ধরনের আদেশ দেওয়া উচিত হয়নি। যৌগিক বিষয় হল যে, এই ধরনের নির্দেশ জারি করার জন্য হাইকোর্টের আদেশে যৌক্তিকতার কোনও শব্দ নেই। হাইকোর্ট অভিযোগের গুরুতর প্রকৃতি সম্পর্কে অবহেলা করেছে, এফ একটি বিচার বিভাগীয় রেকর্ডের কারচুপি জড়িত। হাইকোর্ট যে পথ অনুসরণ করেছে, আমরা তার বিরোধিতা করি। এর কোনও আইনি ভিত্তি নেই।
11. তদনুসারে আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং 2016 সালের 25শে এপ্রিল হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল করে দিই, কারণ এটি তদন্তকারী আধিকারিককে তৃতীয় আসামী জি (দ্বিতীয় অভিযুক্ত)-কে গ্রেপ্তার করতে বাধা দেয়।

12. আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে আমরা বরখাস্তের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিনি ধারা 482-এর অধীনে আবেদনটি বাতিল করার আবেদন। যেহেতু অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে, তামিলনাড়ু রাজ্যের পক্ষ থেকে পাল্টা হলফনামায় যেমন বলা হয়েছে, তৃতীয় উত্তরদাত সামনে আত্মসমর্পণ করবেন।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

দুই সপ্তাহের মধ্যে একটি উপযুক্ত আদালত এবং নিয়মিত জামিনের জন্য আবেদন করুন। পাবলিক প্রসিকিউটরের বক্তব্য শোনার পর এবং তদন্তকারী সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে এই ধরনের যে কোনও আবেদন বিবেচনা করা হবে।

13. বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

আপিল অনুমোদিত।

অঙ্কিত জ্ঞান

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।